গবেষণা পদ্ধতি

এই পরিবীক্ষণে বিবেচনাপ্রসূত (purposive) বাছাইয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের দৈনিক পত্রিকা, টেলিভিশন ও রেডিও চ্যানেল থেকে নমুনা সংগ্রহ করে আধেয় বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

এজন্য তিনটি পর্যায়ে নমুনা সংগৃহীত হয়েছে। প্রথমত, সংবাদমাধ্যম বাছাই; দ্বিতীয়ত, সংবাদমাধ্যমের কোন অংশ নমুনাভুক্ত হবে তা নির্দিষ্টকরণ; তৃতীয়ত, কোন সময়ের সংবাদমাধ্যম থেকে নমুনা সংগৃহীত হবে তার সিদ্ধান্তগ্রহণ।

মাধ্যম, সংবাদ-অংশ ও সময়

প্রাক-পরীক্ষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্তগ্রহণ

পরিবীক্ষণের পূর্বে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, ১০টি সংবাদপত্র (৫টি জাতীয় ও ৫টি স্থানীয়), ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং ২টি বেতার কেন্দ্রের সংবাদ পরিবীক্ষণ করা হবে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষপাতার সংবাদ এবং টেলিভিশন ও রেডিওর ক্ষেত্রে প্রাইম-টাইম সংবাদ পরিবীক্ষণের আওতায় নেওয়া হবে, কেননা সংবাদ প্রকাশ/প্রচারের ক্ষেত্রে এই সকল স্থান/সময়কেই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে গণ্য করা হয়।

তবে, প্রাক-পরীক্ষণ পর্যায়ে প্রচারসংখ্যা এবং দর্শকপ্রিয়তার শীর্ষে থাকা কয়েকটি জাতীয় দৈনিকের প্রথম ও শেষপাতা এবং টেলিভিশন ও বেতার চ্যানেলের প্রাইম-টাইমে প্রচারিত সংবাদের প্রাক-বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, পত্রিকার যে পাতাকে সংবাদপত্রে এবং সংবাদপ্রচারের যে সময়কে টেলিভিশনে 'গুরুত্বপূর্ণ' বলে মনে করা হয়, সেখানে গ্রামীণ সংবাদ প্রকাশ বা প্রচারের হার নগণ্য কিংবা নেই বললেই চলে। সুতরাং গবেষণার মূল উদ্দেশ্য পূরণ অর্থাৎ 'গ্রামীণ সংবাদে নারী' যথাযথভাবে পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে স্থির করা হয় যে জাতীয় দৈনিকসমূহের যে পাতাগুলো এবং টেলিভিশনের যে সংবাদ সম্প্রচার গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদ প্রকাশ-প্রচারে গুরুত্ব দেয়, কেবল সেই পাতা ও অংশ পরিবীক্ষণের জন্য বাছাই করা হবে। কেবল আঞ্চলিক ৫টি পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষপাতার সংবাদ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে।

রেডিও সংবাদ সম্প্রচারের ক্ষেত্রে প্রাক-পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য নির্দেশ করে যে কেবল বাংলাদেশ বেতারে রাত সাড়ে ৮টায় প্রচারিত সংবাদ ছাড়া অন্য সকল এফএম রেডিও এবং বাংলাদেশ বেতারের অন্যান্য সংবাদ প্রচারের সময়সীমা অত্যন্ত স্বল্প। এই স্বল্প সময়ে প্রচারিত সংবাদ দিয়ে সকল গণমাধ্যমের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা সম্ভব নয়। এছাড়া, এফএম রেডিওর সংবাদের উদ্দীষ্ট শ্রোতা নাগরিক জনগোষ্ঠী। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জন্য প্রচারিত কমিউনিটি রেডিও অনুষ্ঠানের ফরমেট ভিন্নতার কারণে কোনো কমিউনিটি রেডিওকেই পরিবীক্ষণের আওতাভুক্ত করা যায় নি।

প্রাক-পরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্য গবেষণার নমুনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে সহায়তা করে এবং নিম্নোক্ত সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ অনুষ্ঠানসমূহ গবেষণার জন্য নির্দিষ্ট হয়।

সারণি ১ : **পরিবীক্ষণকৃত সংবাদমাধ্যম ও সংবাদ অনুষ্ঠান**

মাধ্যম	নমুনা অংশ
দৈনিক পত্রিকা (আঞ্চলিক)	
দৈনিক বার্তা	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক আজাদী	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক জন্মভূমি	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক সিলেটের ডাক	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক যুগের আলো	প্রথম ও শেষপাতা
দৈনিক পত্রিকা (জাতীয়)	
দৈনিক ইত্তেফাক	সারাদেশ
কালের কণ্ঠ	প্রিয় দেশ
প্রথম আলো	বিশাল বাংলা
দৈনিক সংবাদ	দেশ
The Daily Star	Country
রেডিও	
বাংলাদেশ বেতার	সংবাদ
টেলিভিশন	
এটিএন বাংলা	গ্রামগঞ্জের খবর
চ্যানেল ৭১	দেশযোগ
চ্যানেল আই	জনপদের খবর
একুশে টিভি	সারাদেশ
বাংলাদেশ টেলিভিশন	দেশ ও জনপদের খবর

ঢাকার পত্রিকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় ছিল পত্রিকার প্রচারসংখ্যা, মালিকানা, দীর্ঘস্থায়িত্ব, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চলের সংবাদের জন্য পাতা নির্দিষ্ট থাকা। আঞ্চলিক পত্রিকা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সংবাদপত্র সংগ্রহ।

টেলিভিশন চ্যানেল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য ছিল দর্শকব্যাপ্তি, মালিকানা, দীর্ঘস্থায়িত্ব, ঢাকার বাইরের সংবাদ প্রচারের অনুষ্ঠান থাকা এবং জনপ্রিয়তা।

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে নমুনাপাতাসমূহ থেকে সর্বোচ্চ ১৫টি সংবাদ উপস্থাপনার গুরুত্ব অনুসারে বেছে নেওয়া হয়। রেডিও ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে বাছাইকৃত প্রচারের সকল সংবাদই পরিবীক্ষণের অন্তর্ভুক্ত হয়।

পরিবীক্ষণকাল

মোট দুই সপ্তাহ অর্থাৎ ১৪ দিনের সংবাদমাধ্যম পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। এই দুই সপ্তাহ এমনভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে, যাতে তা 'স্বাভাবিক' সংবাদসময়ের আওতায় পড়ে। অর্থাৎ এসময়ে কোনো বড়ো উৎসব বা ঘটনা ছিল না, যেদিকে অধিকতর সংবাদ পরিসর ব্যয় হবার সম্ভাবনা থাকে। বাছাইকৃত এই দুই সপ্তাহ ছিল ২০১৩ সালের ১ থেকে ৭ জুলাই এবং ২৮ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট।

পরিবীক্ষণ উপকরণ

কোডিং ফরমেট নেওয়া হয়েছে বিশ্ব গণমাধ্যম পরিবীক্ষণ প্রকল্পের পরীক্ষিত কাঠামো থেকে। দুনিয়াব্যাপী স্বেচ্ছাসেবীদের মাধ্যমে ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর গণমাধ্যমে নারীর উপস্থাপন এবং অংশগ্রহণ নিয়ে পরিবীক্ষণ চালিয়ে আসছে গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট। সংবাদে নারীর প্রতিফলন ও অংশগ্রহণ বিষয়ে এটি বিশ্বের দীর্ঘতম কালব্যাপ্ত (longitudinal) গবেষণা। এতে প্রতিবার ক্রমাগত যাচাইয়ের মাধ্যমে পরিবীক্ষণ কৌশলের উন্নয়ন সাধন করা হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণের পর হাতেকলমে নিরীক্ষণের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা করে কোডিং কাঠামোতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়।

পরিবীক্ষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা এবং উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের তৃতীয়/চতুর্থ বর্ষ স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই প্রকল্পে সহায়তার জন্য মনোনীত হন। এই দুই বিভাগ থেকে পরিবীক্ষক নিয়োগের কারণ ছিল— জেন্ডার ও গণমাধ্যম এবং গবেষণা পদ্ধতি হিসেবে আধেয় বিশ্লেষণ তাদের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত। প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং হাতেকলমে চর্চার পর মোট ১৬ জন পরিবীক্ষক পরিবীক্ষণ সম্পন্ন করেন।

প্রাপ্ত ফলাফল

এক নজরে ফলাফল

কাজের আওতা

এই পরিবীক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ১০টি সংবাদপত্র, ৫টি টেলিভিশন চ্যানেল এবং একটি বেতার কেন্দ্রের ১৪ দিনের প্রকাশিত/প্রচারিত সংবাদ থেকে মোট ৩,৩৬১টি সংবাদ প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ করা হয়।

সারণি ২ : **সংবাদমাধ্যম ও প্রতিবেদন সংখ্যা**

সংবাদমাধ্যম	প্রতিবেদন সংখ্যা
সংবাদপত্র	২,০০২টি
বেতার	৩২১টি
টেলিভিশন	১,০৩৮টি
মোট	৩,৩৬১টি

নমুনা প্রতিবেদনের বিষয়

নমুনা সংবাদ প্রতিবেদনগুলো যে বিষয়ের ভিত্তিতে নির্মিত হয়েছে তাকে ৭টি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে সংবাদপত্রের ১১.৬৪ শতাংশ, টেলিভিশনের ৭.২৩ শতাংশ এবং রেডিওর ৫.৩০ শতাংশ প্রতিবেদনের বিষয় ছিল গ্রাম এবং প্রত্যন্ত অঞ্চল।

সংবাদে অন্তর্ভুক্ত মানুষ

সংবাদে কতজন মানুষ উপস্থিত তা নারী বা পুরুষ ভিত্তিতে গণনা করা হয়েছে। সংবাদের মানুষ বলে কাউকে কোডিং শিটের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তখনই, যখন সংবাদে তিনি বিষয় হয়ে এসেছেন; অথবা সংবাদে কোনো কারণে উল্লিখিত হয়েছেন। কিছু সংবাদ কোনো নারী বা পুরুষের উল্লেখ ছাড়াই রচিত হয়েছে। আবার কিছু সংবাদে একাধিক নারী, একাধিক পুরুষ বা একাধিক নারী-পুরুষের উল্লেখ পাওয়া যায়। বিষয় বা ভূমিকা বিচারে শনাক্তকৃত নারীর সংখ্যা সংবাদপত্রে মাত্র ১৫.৮ শতাংশ, টেলিভিশনে ১৪ শতাংশ এবং রেডিওতে ২০.৪ শতাংশ।

সারণি ৩ : **খবরের নারী-পুরুষ ও অন্যান্য লিঙ্গ** (সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী)

লিঙ্গ	সংবাদপত্র		রেডিও		টেলিভিশন	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
নারী	৮১৯	১৫.৮%	৪৪	২০.৪%	১৩০	১৪.০%
পুরুষ	৪,১৬৭	৮০.২%	১৬৭	৭৭.৩%	৭৯৮	৮৫.৮%
অন্যান্য	০	০.০%	০	০.০%	১	০.১%
জানি না	২১২	৪.১%	৫	২.৩%	১	০.১%
মোট	**৫,১৯৮**	**১০০.০%**	**২১৬**	**১০০.০%**	**৯৩০**	**১০০.০%**

রেখচিত্র ১ : **খবরের নারী ও পুরুষ** (সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী)

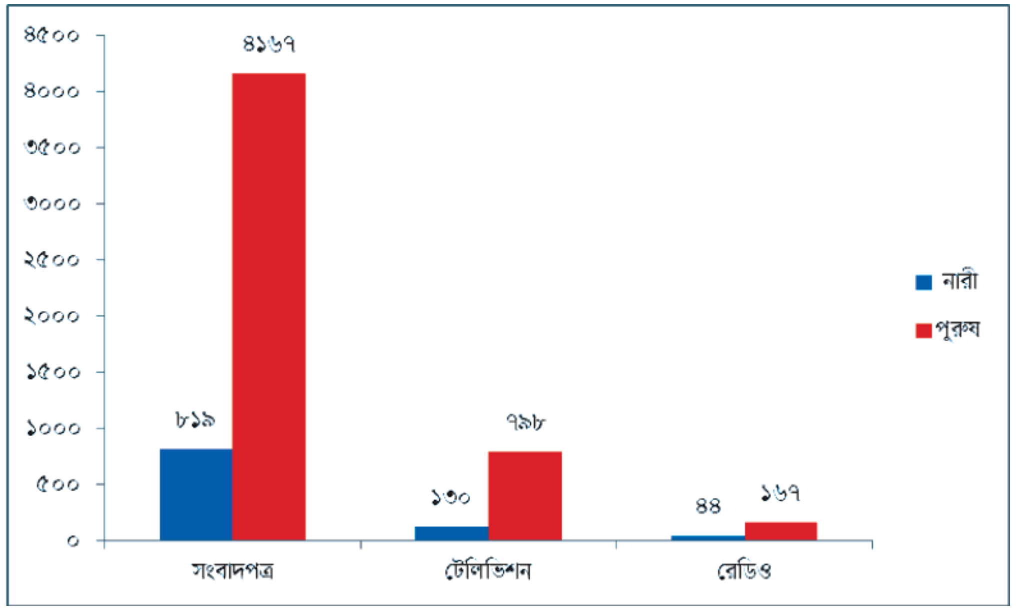

অস্পষ্ট গ্রাম

সংবাদের বিষয় হিসেবে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রান্তিকতা

সংবাদসমূহকে সাতটি বৃহৎ বিষয়ভিত্তিক বর্গে বিভক্ত করা হয়েছিল। এই সাতটি বর্গের কোনোটিতেই স্থান না হলে সে প্রতিবেদনের জন্য ছিল 'অন্যান্য' নামে আট নম্বর বর্গ। বর্গসমূহ হলো :

১. রাজনীতি ও সরকার

২. অর্থনীতি

৩. বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য

৪. সেলিব্রেটি, শিল্পকলা, মিডিয়া, খেলাধুলা

৫. সামাজিক ও আইনগত

৬. অপরাধ ও সন্ত্রাস

৭. গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল

৮. অন্যান্য

প্রত্যেকটি বিভাগের একাধিক উপবিভাগসহ সর্বমোট সংবাদ বিষয়ের উপবিভাগের সংখ্যা ছিল ৪২টি। বিস্তারিত জানতে চাইলে পরিশিষ্টাংশের সংযোজনী 'সংক্ষেপে কোডিং পদ্ধতি (টেলিভিশন)' দেখুন। 'গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল' (৭ নম্বর বর্গ) বলতে এখানে বোঝানো হয়েছে শহর-নগর, উপজেলা-কেন্দ্র ইত্যাদি ব্যতিরেকে দেশের বাকি অঞ্চল। বিষয়ভিত্তিক বর্গায়নের সময় পরিবীক্ষকগণ প্রথমেই দেখার চেষ্টা করেছেন, প্রতিবেদনটি ভৌগোলিকভাবে গ্রামীণ অঞ্চলের আওতায় পড়ে কি না।

সারণি ৪ : **সংবাদের বিষয়াবলি** (সকল সংবাদমাধ্যম)

সংবাদের বিষয়াবলি	সংবাদপত্র		রেডিও		টেলিভিশন	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
রাজনীতি ও সরকার	৩৩০	১৬.৪৮%	৬৭	২০.৮৭%	১৭২	১৬.৫৭%
অর্থনীতি	২৬১	১৩.০৪%	৫৭	১৭.৭৬%	১৮৫	১৭.৮২%
বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য	৬৬	৩.৩০%	২২	৬.৮৫%	৭৮	৭.৫১%
সেলিব্রেটি, শিল্পকলা ও মিডিয়া, খেলাধুলা	৪৬	২.৩০%	৪০	১২.৪৬%	১৩৭	১৩.২০%
সামাজিক ও আইনগত	২৮১	১৪.০৪%	৪৬	১৪.৩৩%	১৫১	১৪.৫৫%
অপরাধ ও সন্ত্রাস	৭৭৬	৩৮.৭৬%	৭২	২২.৪৩%	২৩৮	২২.৯৩%
গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল	২৩৩	১১.৬৪%	১৭	৫.৩০%	৭৫	৭.২৩%
অন্যান্য	৯	০.৪৫%	০	০.০০%	২	০.১৯%
মোট	২,০০২	১০০.০০%	৩২১	১০০.০০%	১,০৩৮	১০০.০০%

পরিবীক্ষণে দেখা যায়, সংবাদমাধ্যমের দর্পণে প্রতিফলিত গ্রামের চিত্রটি অস্পষ্ট। জাতীয় সংবাদপত্রে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত পাতা এবং আঞ্চলিক পত্রিকাসমূহের ভিত্তিতে নমুনা বাছাই করার পরও মাত্র ১১.৬৪ শতাংশে গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের খবর দেওয়া হয়েছে। তেমনিভাবে টেলিভিশন সংবাদের শতকরা মাত্র ৭.২৩ অংশ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলকেন্দ্রিক। সরকারি রেডিও বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে এই সংবাদের পরিমাণ আরো কম, শতকরা মাত্র ৫.৩০ ভাগ। এই পরিসংখ্যানে একটি নির্মম প্রহসন রয়েছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসংখ্যানে শহরাঞ্চলের আয়তন যত শতাংশ, খবরে গ্রামাঞ্চলের পরিমাণ তার কাছাকাছি। অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রায় ৯২ ভাগ অঞ্চলের খবর গণমাধ্যমের সংবাদে থাকে মাত্র ৮ শতাংশ।

এই বিশ্লেষণে আরো যে চিত্রটি বেরিয়ে আসে তা হলো, সকল মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে অধিক জায়গাজুড়ে থাকে অপরাধ, সহিংসতা ও দুর্যোগ জাতীয় সংবাদ এবং দ্বিতীয় গুরুত্ব পায় সরকার ও রাজনীতি। সংবাদপত্রে অপরাধ, সহিংসতা ও দুর্যোগ জাতীয় সংবাদ (৩৮.৭৬%) এবং রাজনীতি ও সরকার সংক্রান্ত (১৬.৪৮%)

সংবাদের পর গুরুত্বের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আছে সামাজিক ও আইনগত (১৪.০৪%) সংবাদ। সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ বেতারও অপরাধ, সহিংসতা ও দুর্যোগ-বিষয়ক সংবাদ সর্বাধিক হারে প্রচার করেছে (২২.৪৩%)। গুরুত্বের ক্রমানুযায়ী এর পর এসেছে রাজনীতি ও সরকার (২০.৮৭ শতাংশ) এবং অর্থনীতি (১৭.৭৬%) বর্গের সংবাদ।

রেখচিত্র ২ : **সংবাদপত্রে সংবাদের বিষয়**

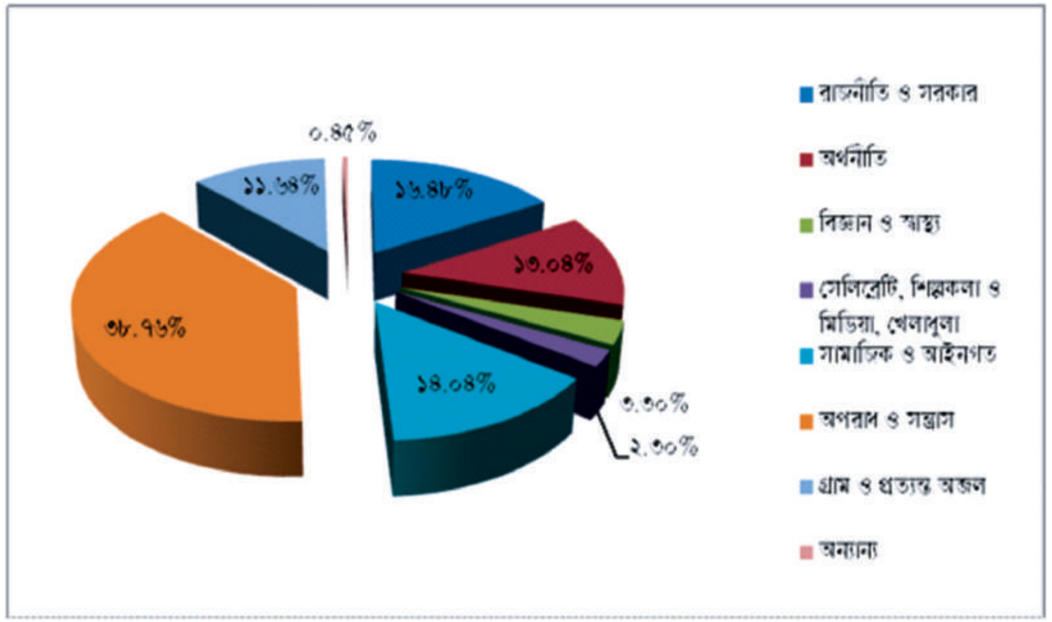

একইভাবে অপরাধ-সহিংসতা-দুর্যোগ বিষয়ক সংবাদ (২২.৯৩%) টেলিভিশন সংবাদেও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে অর্থনীতি (১৭.৮২%) বিষয়ক সংবাদ টেলিভিশনে রাজনীতি ও সরকার (১৬.৫৭%) বিষয়ক সংবাদ থেকে সামান্য বেশি গুরুত্ব পেয়েছে।

রেখচিত্র ৩ : **রেডিওতে সংবাদের বিষয়**

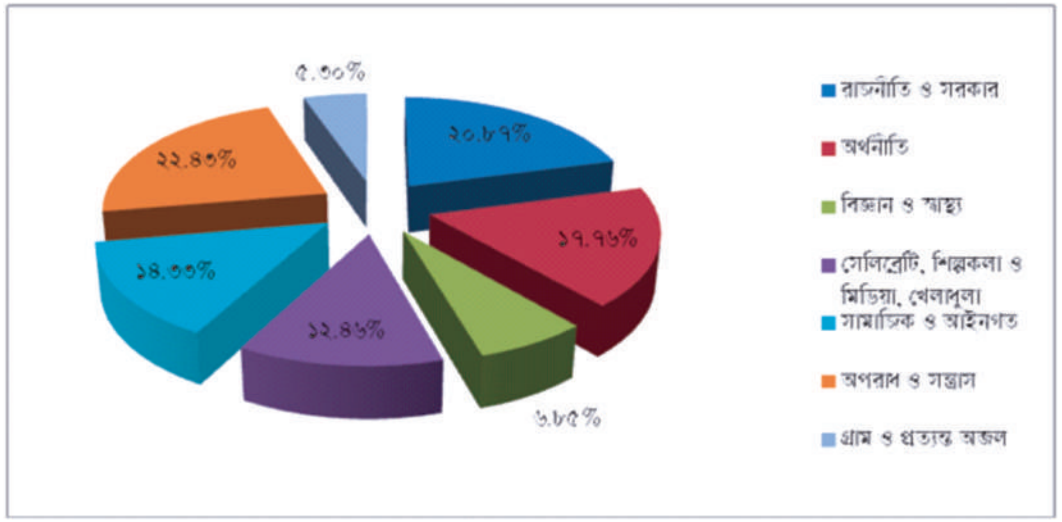

রেখচিত্র ৪ : **টেলিভিশনে সংবাদের বিষয়**

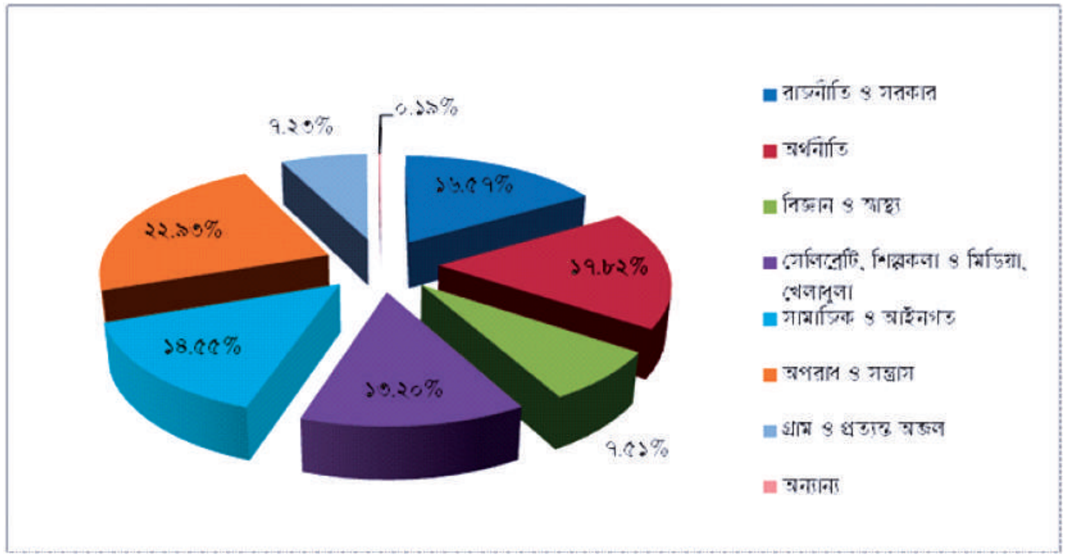

পরিধির প্রান্তে

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সংবাদগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা হয়:

১ গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল : সম্পূর্ণ গ্রাম, পাহাড়ি এলাকা, বনাঞ্চল, ইত্যাদি। উপজেলা কেন্দ্র, শহর/গঞ্জ, ইত্যাদি গ্রাম হিসেবে গৃহীত হবে না।

২ স্থানীয় : গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলভিত্তিক; যেমন, কেবল ঢাকার খবরও স্থানীয় খবর বলে বিবেচিত হবে।

৩ জাতীয় : যে খবর পুরো বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে।

৪ আঞ্চলিক : বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করে বৈদেশিক অঞ্চল; যেমন, দক্ষিণ এশিয়া।

৫ বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক : অন্যান্য দেশ অথবা বৈশ্বিক।

ইতঃপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে, সংবাদের নমুনা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ঢাকা থেকে প্রচারিত/প্রকাশিত সংবাদপত্র/টেলিভিশন চ্যানেলের এমন পাতা/সংবাদ অনুষ্ঠানসমূহ বাছা হয়েছে, যেগুলো সারাদেশের সংবাদ প্রকাশের জন্যই নির্দিষ্ট। কেবল আঞ্চলিক ৫টি পত্রিকার ক্ষেত্রে প্রথম ও শেষপাতার সংবাদ পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। কেননা এই পত্রিকাগুলোর আঞ্চলিক সংবাদের ওপরেই গুরুত্ব দেবার কথা।

সারণি ৫ : **খবরের পরিধি** (সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন)

খবরের পরিধি	সংবাদপত্র	রেডিও	টেলিভিশন	মোট
গ্রামীণ	৩৬৩	৩	১৩৩	৪৯৯
স্থানীয়	১,১৩৬	৬৭	৭৫৩	১,৯৫৬
জাতীয়	৪৫৬	১৪৮	১৩৫	৭৩৯
আঞ্চলিক	২৮	৪০	১৫	৮৩
বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক	১৯	৬৩	২	৮৪
মোট	২,০০২	৩২১	১,০৩৮	৩,৩৬১

রেখচিত্র ৫ : **খবরের পরিধি** (সংবাদপত্র-রেডিও-টেলিভিশন)

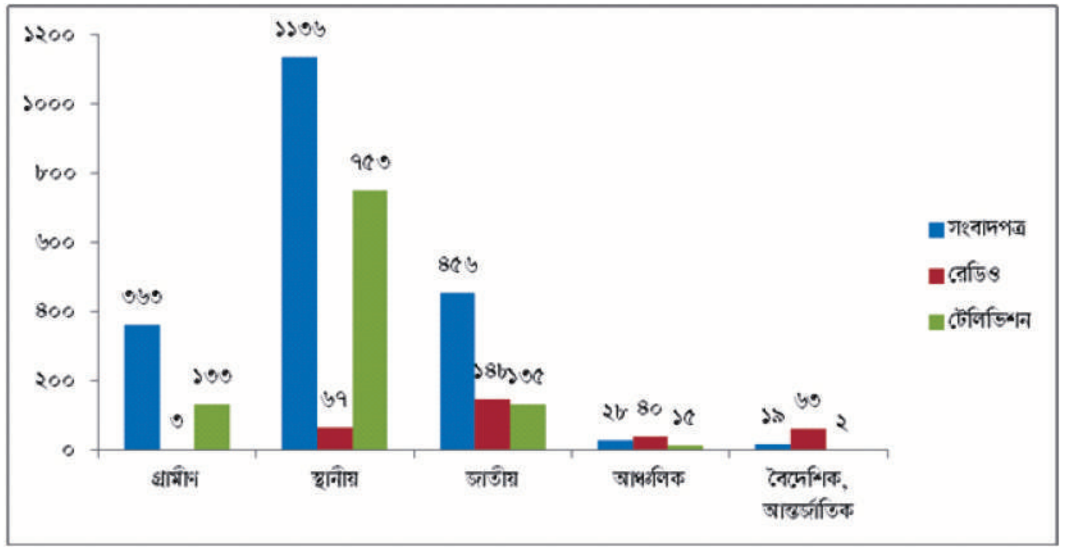

এরপরও দেখা যায়, পত্রিকাসমূহ শুধু ১৮.১৩ শতাংশ এবং টেলিভিশন ১২.৮১ শতাংশ গ্রামীণ বা প্রান্তিক এলাকার সংবাদ ছেপেছে। অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ পাতায় বা সময়ে স্থান তো দেওয়াই হয় নি, গ্রামীণ এলাকা অন্তর্ভুক্ত করবার কথা এমন পাতা বা সংবাদ অংশেও গ্রাম প্রায় উপেক্ষিত। বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে এই প্রচার মাত্রা আরো নগণ্য, যা মাত্র ০.৯ শতাংশ। মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে এটি ছিল প্রাইম-টাইম সংবাদ। সেক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে যে, এমনকি রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্রেও সকল ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে গ্রাম বা প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পূর্ণই অবহেলিত অংশ।

আবছায়ায় নারী

বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক সংবাদে নারীর উপস্থিতি

রাজনীতি ও সরকার, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য, সেলিব্রেটি-শিল্পকলা-মিডিয়া-খেলাধুলা, সামাজিক ও আইনগত, অপরাধ ও সন্ত্রাস এবং গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল— সংবাদের এই সাতটি বিষয়ভিত্তিক বর্গে নারী ও পুরুষের উপস্থিতির মাত্রা শনাক্ত করা হলে আরো একটি খণ্ডিত চিত্র পরিলক্ষিত হয়। দৈনন্দিন আলাপচারিতায় বাংলাদেশে নারীর অগ্রসরমানতার প্রমাণ হিসেবে প্রায়শই সরকার এবং বিরোধী দলীয় নেতৃত্বে থাকা নারীদ্বয়ের নাম উল্লেখ করা হয়ে থাকে। অথচ, এই পরিবীক্ষণে দেখা যায়, সকল বর্গেই নারীর উল্লেখ পুরুষের চেয়ে কম। তবে, রাজনীতি এবং সরকারসংক্রান্ত খবরে উল্লিখিত নারীর শতকরা হার (১২.৯৬%) পুরুষের (৮৭.৪%) তুলনায় ভীষণভাবে কম। স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পরিবেশসংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বর্গে নারীর উল্লেখ সর্বাধিক হলেও তা পুরুষের তুলনায় মাত্র এক-পঞ্চমাংশ (১৯.৬৩%)।

সারণি ৬ : **সংবাদের বিষয় হিসেবে নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান** (সকল মিডিয়া একত্রে)

বিষয়াবলি	নারী		পুরুষ	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
রাজনীতি ও সরকার	১৩৬	১২.৯৬%	৯১৩	৮৭.০৪%
অর্থনীতি	১২৯	১৭.৬৫%	৬০২	৮২.৩৫%
বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য	৫৩	১৯.৬৩%	২১৭	৮০.৩৭%
সেলিব্রেটি, শিল্পকলা ও মিডিয়া, খেলাধুলা	২৬	১৪.২১%	১৫৭	৮৫.৭৯%
সামাজিক ও আইনগত	১৪২	১৬.৭১%	৭০৮	৮৩.২৯%
অপরাধ ও সন্ত্রাস	৩৮৩	১৫.৭৫%	২,০৪৯	৮৪.২৫%
গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল	১১৪	১৯.৬৯%	৪৬৫	৮০.৩১%
অন্যান্য	১০	৩২.২৬%	২১	৬৭.৭৪%
মোট	৯৯৩	১৬.২১%	৫,১৩২	৮৩.৭৯%

সারণি ৭ : **সংবাদের বিষয় হিসেবে নারী-পুরুষের তুলনামূলক অবস্থান** (আলাদাভাবে)

বিষয়াবলি	সংবাদপত্র						রেডিও						টেলিভিশন					
	নারী		পুরুষ		জানি না		নারী		পুরুষ		জানি না		নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
রাজনীতি ও সরকার	১০৬	১২.৯৪%	৬৭৬	১৬.২২%	২২	১০.৩৮%	১২	২৭.২৭%	৫৫	৩২.৯৩%	১	২০.০০%	১৮	১৩.৮৫%	১৮২	২২.৮১%	০	০.০০%
অর্থনীতি	৮৬	১০.৫০%	৩৯১	৯.৩৮%	২১	৯.৯১%	৫	১১.৩৬%	৩৩	১৯.৭৬%	২	৪০.০০%	৩৮	২৯.২৩%	১৭৮	২২.৩১%	০	০.০০%
বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য	৩৮	৪.৬৪%	১৪২	৩.৪১%	২	০.৯৪%	৪	৯.০৯%	৪	২.৪০%	০	০.০০%	১১	৮.৪৬%	৭১	৮.৯০%	০	০.০০%
সেলিব্রেটি, শিল্পকলা ও মিডিয়া, খেলাধুলা	১৭	২.০৮%	৭৭	১.৮৫%	৯	৪.২৫%	৫	১১.৩৬%	১৪	৮.৩৮%	০	০.০০%	৪	৩.০৮%	৬৬	৮.২৭%	০	০.০০%
সামাজিক ও আইনগত	১০৫	১২.৮২%	৫৬৫	১৩.৫৬%	১১	৫.১৯%	১৭	৩৮.৬৪%	৩১	১৮.৫৬%	১	২০.০০%	২০	১৫.৩৮%	১১২	১৪.০৪%	১	১০০.০০%
অপরাধ ও সন্ত্রাস	৩৫৬	৪৩.৪৭%	১৯১২	৪৫.৮৮%	১০৮	৫০.৯৪%	১	২.২৭%	২৬	১৫.৫৭%	১	২০.০০%	২৬	২০.০০%	১১১	১৩.৯১%	০	০.০০%
গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চল	১০২	১২.৪৫%	৩৮৮	৯.৩১%	৩৯	১৮.৪০%	০	০.০০%	৪	২.৪০%	০	০.০০%	১২	৯.২৩%	৭৩	৯.১৫%	০	০.০০%
অন্যান্য	৯	১.১০%	১৬	০.৩৮%	০	০.০০%	০	০.০০%	০	০.০০%	০	০.০০%	১	০.৭৭%	৫	০.৬৩%	০	০.০০%
মোট	৮১৯	১০০.০০%	৪১৬৭	১০০.০০%	২১২	১০০.০০%	৪৪	১০০.০০%	১৬৭	১০০.০০%	৫	১০০.০০%	১৩০	১০০.০০%	৭৯৮	১০০.০০%	১	১০০.০০%

গণমাধ্যমের প্রকৃতির ভিত্তিতে এই চিত্রের দিকে তাকালে দেখা যাবে, সংবাদপত্রে নারী সর্বাধিক (৪৩.৪৭%) স্থান পেয়েছে অপরাধ, সহিংসতা এবং দুর্যোগসংক্রান্ত খবরে। সার্বিক উপস্থিতি কম হলেও মোটাদাগে অর্থনীতির আওতায় পড়ে এমন খবরে নারীর উপস্থিতি টেলিভিশনে বেশি (২৯.২৩%)। বাংলাদেশ বেতারের সংবাদের বিষয় হিসেবে নারী সামাজিক এবং আইন-বিষয়ক সংবাদে সবচেয়ে বেশি অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন (৩৮.৬৪%)।

রেখচিত্র ৬ : **সংবাদের বিষয় অনুযায়ী নারী-পুরুষের উপস্থিতির তুলনামূলক চিত্র**

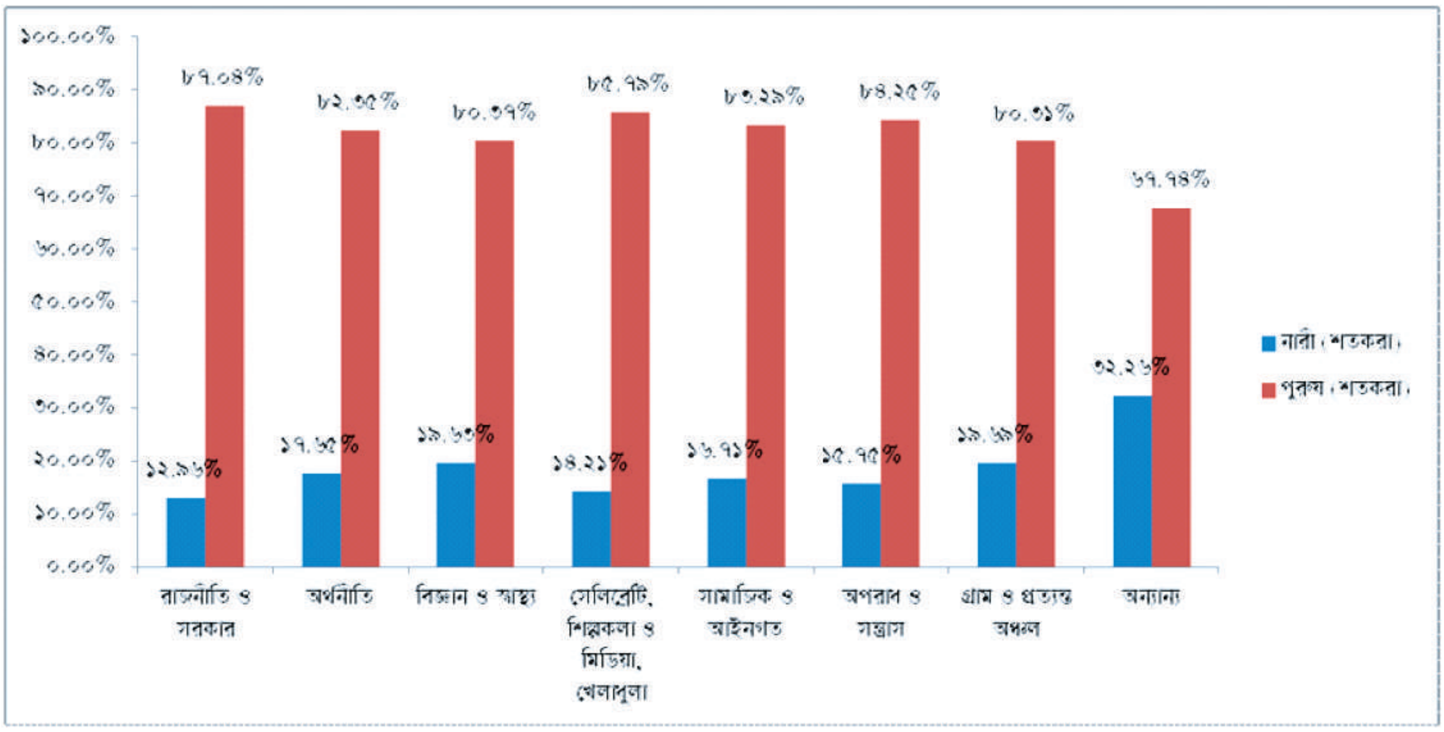

খবরের পরিধি ও নারীর পরিসর

পরিবীক্ষণে আরো দেখা হয়, প্রকাশিত ও প্রচারিত সংবাদসমূহের পরিধি। সংবাদপত্রের নমুনা পাতায় এবং রেডিও-টেলিভিশন সংবাদের নমুনা-অংশের সংবাদগুলোকে তাদের ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী গ্রামীণ, স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং বৈদেশিক/আন্তর্জাতিক— এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়।

প্রাপ্ত পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, শুধু গ্রাম এবং প্রত্যন্ত এলাকার সংবাদই প্রান্তিক নয়, গণমাধ্যমের দৃষ্টিকোণে গ্রামীণ নারীও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী। সংবাদপত্র এবং টেলিভিশনে স্থানীয় সংবাদে নারীর উপস্থিতি যথেষ্ট মাত্রায় পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু গ্রামীণ সংবাদে নারী খবরের এক-চতুর্থাংশ স্থানও পায় নি। সর্বাধিক উদ্বেগজনক বিষয় এই যে, বাংলাদেশ বেতারে প্রচারিত গ্রামীণ সংবাদে নারীর উপস্থিতি সম্পূর্ণ শূন্য। উল্লেখ করা অত্যুক্তি হবে না, বাংলাদেশ বেতারের ক্ষেত্রে নমুনায় অন্তর্ভুক্ত সংবাদ-অনুষ্ঠানগুলো ছিল প্রাইমটাইমে প্রচারিত জাতীয় সংবাদ। এই সংবাদসমূহের মধ্যে জাতীয় পর্যায়ের সংবাদে নারীর উপস্থিতি ছিল সর্বাধিক ৫৯.০৯ শতাংশ।

সারণি ৮ : **খবরের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর**

প্রতিবেদনের পরিধি	সংবাদপত্র						রেডিও						টেলিভিশন					
	নারী		পুরুষ		জানি না		নারী		পুরুষ		জানি না		নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
গ্রামীণ	২০১	২৪.৫৪%	৭৮৮	১৮.৯১%	৩২	১৫.০৯%	০	০.০০%	২	১.২০%	০	০.০০%	২৪	১৮.৪৬%	১০৭	১৩.৪১%	০	০.০০%
স্থানীয়	৪৩৯	৫৩.৬০%	২,৩১৫	৫৫.৫৬%	১৪৬	৬৮.৮৭%	৮	১৮.১৮%	৪৩	২৫.৭৫%	০	০.০০%	৭৬	৫৮.৪৬%	৫৬০	৭০.১৮%	১	১০০.০০%
জাতীয়	১৭০	২০.৭৬%	৯৪২	২২.৬১%	৩২	১৫.০৯%	২৬	৫৯.০৯%	৮৯	৫৩.২৯%	২	৪০.০০%	৩০	২৩.০৮%	১২৪	১৫.৫৪%	০	০.০০%
আঞ্চলিক	৬	০.৭৩%	৯৪	২.২৬%	১	০.৪৭%	৮	১৮.১৮%	১৫	৮.৯৮%	১	২০.০০%	০	০.০০%	৬	০.৭৫%	০	০.০০%
বৈদেশিক, আন্তর্জাতিক	৩	০.৩৭%	২৮	০.৬৭%	১	০.৪৭%	২	৪.৫৫%	১৮	১০.৭৮%	২	৪০.০০%	০	০.০০%	১	০.১৩%	০	০.০০%
মোট	৮১৯	১০০.০০%	৪,১৬৭	১০০.০০%	২১২	১০০.০০%	৪৪	১০০.০০%	১৬৭	১০০.০০%	৫	১০০.০০%	১৩০	১০০.০০%	৭৯৮	১০০.০০%	১	১০০.০০%

রেখচিত্র ৭ (ক) : **প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর** (সংবাদপত্র)

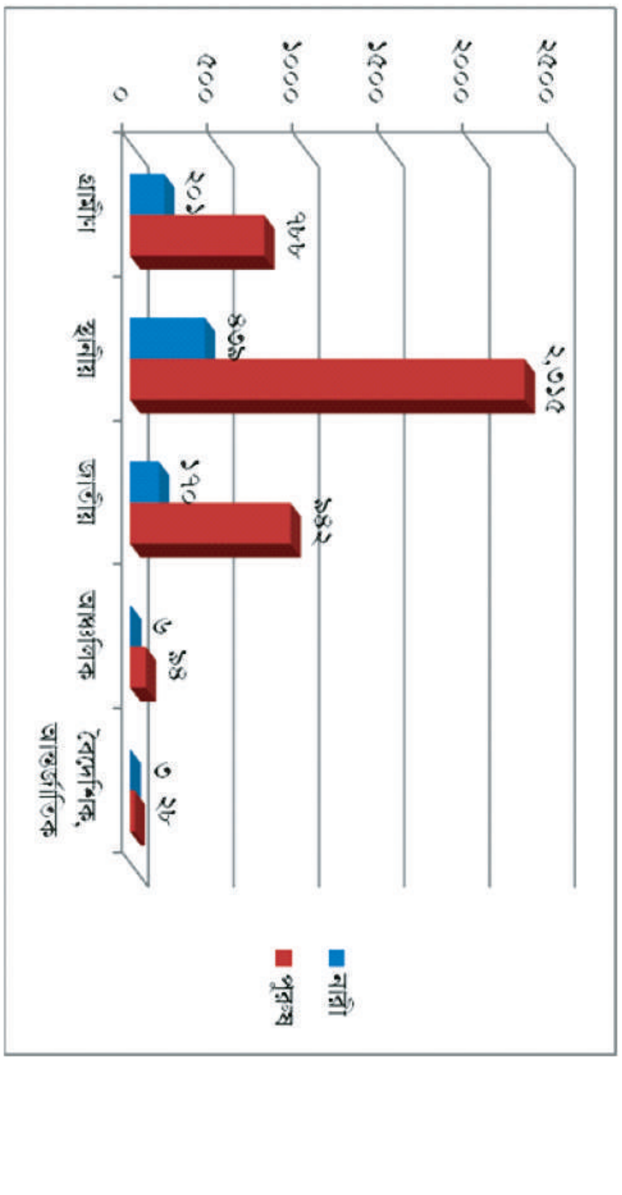

রেখচিত্র ৭ (খ) : **প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর** (রেডিও)

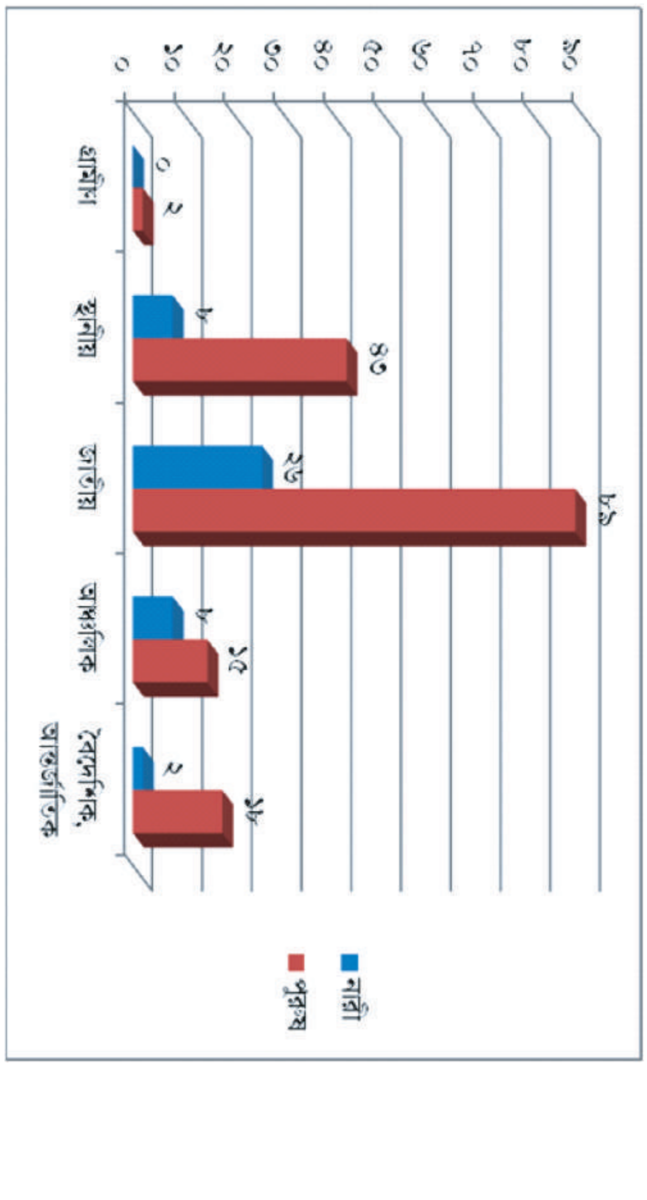

রেখচিত্র ৭ (গ) : **প্রতিবেদনের পরিধি ও নারী-পুরুষের পরিসর** (টেলিভিশন)

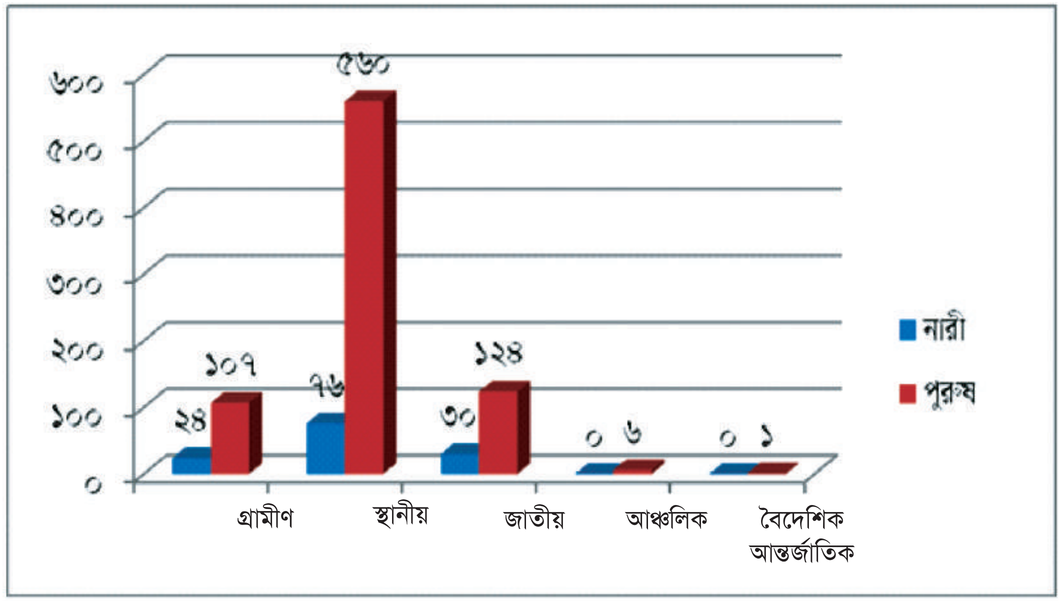

নারীর পেশা

সংবাদে যে নারীরা উপস্থিত, তাদের পেশা কীভাবে উল্লিখিত/প্রচারিত হয়েছে বা একেবারেই হয় নি, সেটি থেকেও সংবাদের লৈঙ্গিক নির্মাণটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। নারী নানাবিধ কর্মে নিয়োজিত থাকা সত্ত্বেও নারীর শ্রম মূল্যায়িত হয় না এবং সাধারণত নারী কিছু করে না, এ ধরনের বিশ্বাস চালু আছে। নারীর কাজ সম্পর্কে এ ধরনের ভ্রান্ত/সীমিত ধারণা সমাজে নারীকে অধস্তন করে রাখতে, অধিকার এবং প্রাপ্য সুবিধা থেকে বঞ্চিত করতে, নারীর প্রয়োজনীয় ও আবশ্যিক চাহিদা মেটাতে উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়নকে গুরুত্ব না দিতে এবং নারীর ওপর নির্যাতন বজায় রাখতে সহায়তা করে।

এই পরিবীক্ষণে মোটাদাগে ২৫টি পেশা চিহ্নিত করা হয়। এর বাইরে কোনো পেশার উল্লেখ থাকলে তা অন্যান্য অংশে অন্তর্ভুক্ত করার এবং পেশার উল্লেখ না থাকলে তাও লিপিবদ্ধ করার সুযোগ ছিল।

সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৪১ জন নারীর ক্ষেত্রেই কোনো পেশার উল্লেখ করা হয় নি। নারীকে সর্বোচ্চভাবে শনাক্ত করা হয়েছে সরকার, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গের পেশায়, কিন্তু সে সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য নয় (১৪%)। সংখ্যাগত দিক থেকে সংবাদপত্র নারীকে অপর যে দুটি কর্মক্ষেত্রে অধিকতর চিহ্নিত করেছে, সে দুটি হলো গৃহস্থালির ব্যবস্থাপক ও শিক্ষার্থী হিসেবে। সংবাদপত্রের নমুনা সংবাদে একজন নারীকেও সাংবাদিকতা ও গণমাধ্যম, ক্রীড়া কিংবা বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-সংশ্লিষ্ট পেশায় উল্লেখ করা হয় নি।

টেলিভিশন সংবাদের ক্ষেত্রেও নারীর পেশাগত অবস্থানকে সুস্পষ্ট না করার একই প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। খবরে উপস্থিত নারীদের মধ্যে এমনকি কৃষি, মৎস্যখাতে যুক্ত ও পেশাজীবী নারী থেকে শুরু করে শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, গায়ক এবং গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বরাও অনুপস্থিত। ব্যবসায়ী, চাকুরে, আইনজীবী, পুলিশ কোনো পেশার নারীকেই খবরগুলোতে দেখা যায় নি।

বিভিন্ন পেশার নারীদের খবরে তুলে ধরার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দুর্বলতার পরিচয় দিয়েছে বাংলাদেশ বেতার। সরকার, রাজনীতিবিদ, মন্ত্রীবর্গে অধিকতর এবং স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া পেশায় সামান্য উল্লেখ ছাড়া বেতারের খবরে পেশাজীবী নারীর উল্লেখ নেই।

সারণি ৯ : **সংবাদপত্রে নারী-পুরুষের পেশা**

সংবাদপত্রে পেশা	নারী		পুরুষ		জানি না	
	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা	সংখ্যা	শতকরা
উল্লিখিত নয়; প্রতিবেদনে পেশা ও অবস্থানের উল্লেখ নেই	৩৩৯	৪১.৪%	২৬৭	৬.৪%	৩৬	১৭.০%
রাজন্য, ক্ষমতাসীন রাজা, অপসারিত রাজা, রাজ পরিবারের কোনো সদস্য, ইত্যাদি	০	০.০%	১১	০.৩%	১৪	৬.৬%
সরকারি কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রপতি, সরকারের মন্ত্রী, রাজনৈতিক নেতা, রাজনৈতিক দলের কর্মী, মুখপাত্র, ইত্যাদি	১১৫	১৪.০%	৯২৯	২২.৩%	১২	৫.৭%
সরকারি চাকুরিজীবী, সরকারি কর্মচারী, আমলা, কূটনীতিক, গোয়েন্দা কর্মকর্তা, ইত্যাদি	৩৪	৪.২%	৫৬৫	১৩.৬%	১৮	৮.৫%
পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আধা-সামরিক বাহিনী, রক্ষীসেনা, কারা কর্মকর্তা, নিরাপত্তা কর্মকর্তা, দমকল কর্মকর্তা, ইত্যাদি	৬	০.৭%	৫৬৪	১৩.৫%	৪৪	২০.৮%
একাডেমিক বিশেষজ্ঞ, শিৰাবিদ, শিক্ষক অথবা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভাষক (সকল বিষয়ের), নার্সারি ও কিন্ডারগার্টেন শিক্ষক, শিশু পরিচর্যা কর্মী, ইত্যাদি	২৮	৩.৪%	১৯৭	৪.৭%	৪	১.৯%
স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবায় যুক্ত পেশাজীবী, ডাক্তার, নার্স, ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান, সমাজকর্মী, মনোবিজ্ঞানী, ইত্যাদি	৬	০.৭%	৮৬	২.১%	২	০.৯%
বিজ্ঞান ও কারিগরি ক্ষেত্রে যুক্ত পেশাজীবী, প্রকৌশলী, টেকনিশিয়ান, কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ, ইত্যাদি	০	০.০%	৬২	১.৫%	১	০.৫%
মিডিয়া প্রফেশনাল, সাংবাদিক, ভিডিও ও চলচ্চিত্রনির্মাতা, থিয়েটার পরিচালক, ইত্যাদি	০	০.০%	৪০	১.০%	১	০.৫%
আইনজীবী, বিচারক, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন উপদেষ্টা, আইন বিশেষজ্ঞ, আইন-বিষয়ক করণিক, ইত্যাদি	৬	০.৭%	১৪৫	৩.৫%	১	০.৫%
নির্বাহী, ব্যবস্থাপক, ইন্টারপ্রিটার, অর্থনীতিবিদ, আর্থিক বিশেষজ্ঞ, পুঁজিবাজারের দালাল, ইত্যাদি	৪	০.৫%	২২২	৫.৩%	৬	২.৮%
অফিস বা সেবাকর্মী, অফিসের ব্যবস্থাপনায় নেই এমন কর্মী, দোকানদার, রেস্তোরাঁ, ক্যাটারিং সার্ভিসকর্মী, ইত্যাদি	৪	০.৫%	৩৮	০.৯%	৪	১.৯%
ব্যবসায়ী, কারিগর, দিনমজুর, ট্রাক ড্রাইভার, নির্মাণশ্রমিক, কারখানা শ্রমিক, গৃহশ্রমিক, ইত্যাদি	২০	২.৪%	১৯৯	৪.৮%	১১	৫.২%